রশীদ জামীল

একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা

[সুখের মতো কান্না, সিরিজ-২]

একটি চিরন্তন ঘটনার দূরবর্তী ছায়া অবলম্বনে

একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা

[সুখের মতো কান্না, সিরিজ-২]

একটি চিরন্তন ঘটনার দূরবর্তী ছায়া অবলম্বনে

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 8. UK £ 5

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, প্রথম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 9047 42 1

EKTI SOPNABHEJA SONDHA
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

বাচ্চাটির জন্মের আগে তার দাদা স্বপ্নে দেখলেন ছেলের নাম যেন রাখা হয় 'উসমান'। আমি ঠিক করেছিলাম এবার যখন আমাকে বলা হবে সুন্দর একটা নাম রেখে দাও, তখন আমি বলব ছেলের নাম আমি রাখলাম 'সাকিন'।
—উসমান হজরত উসমানের মতো ভাগ্যবান হোক।

[আমার সবচেয়ে ছোটবোনের নাম ফাতিমা। সম্প্রতি তার একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম উসমান। এর আগে আল্লাহপাক তাকে আরও দুইবার দুটো ছেলে দিয়েছিলেন। দুই বছর বয়স হবার আগেই আবার নিয়ে গেছেন। এটি তার তৃতীয় অথচ প্রথম সন্তান। সে বারবার কেঁদে কেঁদে বাচ্চাটির জন্য আমার কাছে দুআ চায়। আমি আমার ভাগ্নেটির জন্য আপনাদের কাছে একটু দুআ চাইলাম।]

ভূমিকা

জানা একটি গল্প নতুন করে বলতে শুরু করেছিলাম ২০১০-এর একুশে বইমেলায় *সুখের মতো কান্না* নামে। রেসপন্সও পেয়েছিলাম ভালো। তারপর...

তারপর লিখি লিখি করেও আর লেখা হয়ে ওঠেনি।

এবার সেটা লিখে ফেলার ইরাদা করলাম।

সুখের মতো কান্নার সেকেন্ড পার্ট—*একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা*।

কাহিনির যথাস্থানে গিয়ে পাঠকের মনে হতে পারে নামকরণে কিঞ্চিত ভুল হয়েছে। 'স্বপ্ন'র জাগায় রক্ত হলে ভালো হতো। বইটির নাম হওয়া উচিত ছিল *একটি রক্তভেজা সন্ধ্যা*। পারফেক্ট হতো। তবু কেন স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা!

কারণ, ভালোবাসার রক্তগুলো স্বপ্নের মতোই হয়।

বর্ণহীন স্বপ্নগুলো স্নাত হোক প্রাণতায়।

বেঁচে যাক ফুলগুলো সব।

কলিরাও ভালো থাক।

রশীদ জামীল
নিউইয়র্ক, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮
rjsylbd@yahoo.co.uk

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ‘কারাগার জায়গাটা কেমন’ প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন—

হাজিহি মানাজিলুল বালওয়া

মাকবারাতুল আহইয়া

শামাতাতুল আ’দা

তাজরিবাতুল আসদিক্বা।

‘কারাগার বড় কষ্টের জায়গা। জীবিতদের জন্য কবর বলা যায়। শত্রুদের জন্য উত্তেজনা আর বন্ধুত্বের পরীক্ষার স্থল।’

সূত্র : *আল-কাশশাফ লিজ-জমখশরি* : ২/৩২৮

দরজার সামনে স্বামীকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন জলি! হু হু করে কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামীর বুকে। রোহান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমিন সাহেব বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছেন। কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি। রোহান বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

আমিন সাহেব বললেন, 'কী হয়েছে জলি? কাঁদছ কেন?'

জলি কান্নার সাউন্ড আরও বাড়িয়ে দিলেন। আমিন সাহেব বললেন, 'কী হয়েছে বলবে তো'? তারপর রোহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রোহান, কী হয়েছে বলো তো। তোমার আন্টি এভাবে কাঁদছে কেন?'

রোহান কিছু বলল না। যেভাবে দাঁড়ানো ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে। বুঝতে পারছে না তার এখন কী করা উচিত।

আমিন সাহেব স্ত্রীর বাহু ধরে আলতো করে সামনের দিকে একটু সরালেন। ডান হাত দিয়ে চিবুক ধরে মুখটা একটু উপরে তুলে ধরলেন। বললেন, 'কী হয়েছে বলবে তো।'

জলি চুপ করে রইলেন। আমিন সাহেব এবার একটু রাগের সঙ্গেই বললেন, 'তোমরা কেউ কিছু বলছ না কেন? আশ্চর্য! না বললে আমি কী করে বুঝব আসলেই কী হয়েছে?'

জলি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'দুধকলা দিয়ে আমি সাপ পুষেছিলাম। সেই সাপ আজ আমাকে ছোবল বসাতে চেয়েছিল। ভাগ্যিস তুমি চলে এসেছ। আজ তুমি সময়মতো না এলে কী যে হতো...' আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

আমিন সাহেব আড়চোখে তাকালেন রোহানের দিকে। রোহান আগের মতোই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে এখনো বুঝতে পারছে না জলি এখানে কোন নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছেন।

আমিন সাহেব তাকালেন স্ত্রীর দিকে। জলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'তুমি চলে যাওয়ার পর আমাকে একা পেয়ে রোহান আমাকে...' বলেই আবার হু হু করে ওঠলেন তিনি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল রোহান। আমিন সাহেব তাকালেন রোহানের দিকে। এখনো তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

—'কী করেছে রোহান? আর তুমি এত ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করছ কেন? কান্না বন্ধ করে কী হয়েছে বলবে তো। তোমরা মেয়েদের এই হয়েছে আরেক যন্ত্রণা। যখন-তখন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শুরু হয়ে যায়। মুশকিল।'

জলি একবার আড়চোখে রোহানকে দেখে নিয়ে আবার মাথা নিচু করে ফেললেন। আমিন সাহেব বললেন, 'আচ্ছা ভেতরে চলো। ভেতরে গিয়েই সব শুনব'—বলেই ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন। জলি এবং রোহান তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ফ্যামিলিরুমে প্রবেশ করে সোফায় বসে পড়লেন আমিন সাহেব। জলি বসলেন তাঁর ঠিক বিপরীত দিকে। রোহান দাঁড়িয়ে ছিল। আমিন সাহেব তাকে বসতে ইশারা করলেন। সে কর্নারের সোফাটায় বসল।

ফ্যামিলিরুম মানে ফ্যামিলির সবার জন্য ঘরের মধ্যে যে রুমটি থাকে। রুমটিকে একেক জায়গায় একেক নামে ডাকা হয়।

কোনো কোনো দেশে বলা হয় কমনরুম।

অনেক দেশে বলা হয় ফ্যামিলিরুম।

বাংলাদেশে বলা হয় ড্রইংরুম।

আমেরিকায় লিভিংরুম।

ইংল্যান্ডে সিটিংরুম।

গাঁও-গেরামে ফটিক।

অবশ্য একসময় গ্রাম-গঞ্জের রক্ষণশীল বাড়িগুলোতে মূল ঘরের সঙ্গে পর্যাপ্ত ডিসট্যান্স রেখে আলাদা একটা ঘর তৈরি করা হতো। সেটারও ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। কোথাও বলা হতো মেহমানখানা, কোথাও কাচারিঘর, কোথাও বৈঠকখানা। কোথাও আবার পুবের ঘর।

সবাই চুপচাপ বসে আছেন। কারও মুখে কোনো কথা নেই। মিনিটখানেক এভাবেই কেটে গেল। তারপর আমিন সাহেব জলির দিকে তাকালেন। এর অর্থ—কী হয়েছে খুলে বলো।

জলি স্বামীর মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি গোসল করে বেডরুমে বসে মাথার চুল আচড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ সে এসে ঢুকল। আমি মিররে দেখলাম সে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, "কী হয়েছে রোহান? কিছু বলবে?"

সে কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, "তোমার কি কিছু লাগবে?"

সে এবারও কিছু বলল না।

আমি বললাম...'

... জলিকে থামিয়ে দিয়ে আমিন সাহেব একটু ধমকের সুরেই বললেন, 'তোমাকে নাটকের সিকোয়েন্স লিখতে তো বলিনি। ঘটনা বলতে বলেছি। মূল ঘটনা কী—সেটাই বলো।'

জলি কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'হঠাৎ সে আমাকে পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। রোহানের এমন আচরণে আমি পুরোই হকচকিয়ে গেছি। সে তখন পেছন থেকে আমার ঘাড়ে মুখ ঘষতে লাগল। আমি ঝাটকা-মেরে তাকে সরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। তখন আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আবার হামলে পড়ল আমার ওপর। জড়িয়ে ধরল আমাকে। তারপর সে...'

—সে কী?

—'সে আমার ঠোঁটে...' বলেই আবারও কান্নায় ভেঙে পড়লেন জলি।

আমিন সাহেব উঠে এসে জলির পাশে বসলেন। স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলেন। জলির শরীর কেঁপে উঠল। ফোঁপানো কান্নার সময় মানুষের শরীর মাঝেমধ্যে কেঁপে ওঠে। আমিন সাহেব বললেন, 'রিলাক্স'।

জলি নিচের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। মাথাটা একটু উঠিয়ে আরও একবার আড়চোখে রোহানকে দেখে নিলেন। ছেলেটার জন্য একটু খারাপও লাগছে তাঁর। বেচারার কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু তাকে তো সংসার টিকিয়ে রাখতে হবে। মানসম্মান

এবং সামাজিক স্ট্যাটাসের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। তার কী করার আছে!

আমিন সাহেব বললেন, 'তারপর'?

জলি মাথা না উঠিয়েই বলতে লাগলেন, 'আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। রোহান আমার সঙ্গে কখনো এমন করতে পারে—আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। যাকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করলাম, সে-ই আমার সঙ্গে এমন নীচ আচরণ করবে ভাবতে পারিনি। সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বেড়ে ফেলে দিলো। ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম নিজেকে বাঁচাতে। সে আমাকে জাপটে ধরে রইল। আমি নিজেকে তার বাহু থেকে বের করে নিয়ে আসতে চাইলাম। সে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। জানতাম, চিৎকার করে কোনো লাভ হবে না। তবু আমি চিৎকার করতে চেষ্টা করলাম। সে তার মুখ দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল। আমার শরীরে খুবলাতে শুরু করল। এই দেখো'—বলেই তার বাম হাতে আচড়ের দাগ দেখালেন।

আমিন সাহেব রোহানের দিকে তাকালেন। রোহান পাথরের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে, একটা মানুষ এত তাড়াতাড়ি এত গোছানো গল্প কীভাবে তৈরি করতে পারে! হাতে আচড়ের দাগটাই-বা কীভাবে ক্রিয়েট করে ফেলল? জলির হাতে তার নখের দাগ—কীভাবে হতে পারে!

রোহানের মনে পড়ল সে যখন জলির সঙ্গে লড়ছিল, সে যখন সেখান থেকে সরে আসবার চেষ্টা করছিল, সে যখন রান টু মুভ করছিল; তখন জলি পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করছিলেন। তার হাত ধরে টানছিলেন। সে যখন ঝাটকা-মেরে হাত ছাড়িয়ে আনছিল, তখন হয়তো জলির হাতে তার নখের আচড় পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু এখন সেটা বলে লাভ হবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমিন সাহেব রোহানের দিকে ভ্রু-কুচকে তাকাচ্ছেন। এই ছেলে এমন কিছু করতে পারে—এটা তাঁর বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। এত শালীন, এত নম্র এবং ভদ্র একটি ছেলে। কিন্তু জলি তো তার সামনেই বলছেন। সে কোনো প্রতিবাদও করছে না। কী বুঝবেন তিনি। জলির দিকে তাকালেন। বললেন, 'তারপর'?

জলি বললেন, 'তারপর আমি যখন দেখলাম বাঁচার আর কোনো পথ নেই, তখন শরীরের সব শক্তি একত্র করে এক ঝাটকায় তাকে বিছানা থেকে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে দৌড়াতে লাগলাম। তারপর তোমার সামনে...'

আমিন সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করাতে পারছেন না। রোহান ছেলেটাকে তিনি ১৭ বছর থেকে দেখছেন। তিনি সবসময় লক্ষ করেছেন তারা তিনজন যখন একসঙ্গে বসেছেন, রোহান যখন জলির সঙ্গে কথা বলেছে; সে কখনো জলির চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেনি। সেই ছেলে আজ এমন করতে পারে—এটা তিনি নিজের কানকে কীভাবে বিশ্বাস করাবেন?

রোহান বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছে। একঘণ্টা ধরে তার চোখের সামনে যা ঘটছে, সেটা কি সত্যি নাকি কল্পনা—এখনো তার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না। অন্তত জলির কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটিই তার কল্পনা। আচ্ছা এমন কি হতে পারে যে, সে এখন অবস্থান করছে সেই বিশেষ জগতে, যেখানে এতদিন শুধু সে ছিল আর ছিলেন বাবা! আজ সেখানে আমিন সাহেব এবং মিসেস জলিও ঢুকে পড়েছেন!

আমিন সাহেবের কথায় রোহানের সম্বিৎ ফিরে এলো। তিনি বললেন, 'রোহান',

রোহান মাথা না উঠিয়েই বলল, 'জি আংকেল'!

—তুমি কি কিছু বলবে?

—কী বলব?

—কী বলবে—সেটা আমি কী করে বলব। আমি জানতে চাইছি তোমার কিছু বলার আছে কি না?

রোহান ভেবে পাচ্ছে না সে কী বলবে। মিসেস জলি মুহূর্তের মধ্যেই পুরো ব্যাপারটিকে যেভাবে টার্ন করিয়েছেন, সেখানে তার বলা না-বলায় কী যাবে আসবে? আমিন সাহেব বললেন,

—রোহান!

—জি আংকেল।

—জলি কী বলছে এসব?

রোহান কিছু বলল না। তিনি আবার বললেন, 'তুমি কি তার বেডরুমে গিয়েছিলে?'

—জি।

—তার সঙ্গে কি তোমার হাতাপায়ী হয়েছে?

—হাতাপায়ী কী আংকেল?

—হাতাপায়ী মানে ধস্তাধস্তি। মানুষ যেটাকে হাতাহাতি বলে। হাতাহাতি শব্দটা ঠিক না। দুইজন যখন ধস্তাধস্তি করে, তখন শুধু তাদের হাতই নড়ে না; পা-ও কার্যকর থাকে। হাত দিয়ে ঘুষি মারার চান্স না পেলে পা দিয়ে লাথি মারে। অর্থাৎ, হাত-পা দুটোই মারামারিতে শরিক হয়। সুতরাং, এটাকে 'হাতাহাতি' না বলে 'হাতাপায়ী' বলাই সঠিক।

রোহান ভেবে পাচ্ছে না এমন সিরিয়াস একটি বিষয়ে, এমন ক্রিটিক্যাল একটি মুহূর্তে আমিন সাহেব কী করে এত স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছেন! পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছেন, যারা যেকোনো অবস্থাতেই স্বাভাবিক থাকতে পারেন। তাদেরকে যদি বলা হয়; কিছুক্ষণ আগে তোমার দুলাভাই রোড অ্যাকসিডেন্ট করে আই.সি. ইউতে আছেন, তাহলেও তারা বলবে—'ও আচ্ছা। তারপর, তোর কী খবর বল? ভাবি কেমন আছে'?

কিন্তু আমিন সাহেব তো এই ক্যাটাগরির মানুষ না। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। রিটায়ার করার মাত্রই কয়েকমাস আগে রিজাইন দিয়ে চলে এসেছেন। কথাবার্তায়, ব্যক্তিত্বে সবসময়ই সিরিয়াস একজন মানুষ তিনি। তাহলে আজ এভাবে হালকা কথাবার্তা বলছেন কেন? তা-ও আবার একটা সিরিয়াস মুহূর্তে...

> যারা *সুখের মতো কান্না* প্রথম খণ্ড পড়েননি, তাঁরা ঘটনার কিছুই বুঝতে পারছেন না। অথচ পরের কাহিনি বুঝতে হলে আগের কাহিনি আগে জানা দরকার। সেটাও এই মুহূর্তে অনেকের জন্য মুশকিল। প্রথম খণ্ড হাতের নাগালে পাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে।
>
> এখন উপায়?
>
> এক কাজ করা যায়। প্রথম খণ্ডের সারমর্মটা 'প্রিভিউ' আকারে বলে ফেলা হলো। সঙ্গে প্রথম খণ্ডের শেষ অধ্যায়টা জুড়ে দেওয়া হলো এখানে। তাহলে যারা প্রথম অংশ পড়েননি, তাঁরা একটা ধারণা পেয়ে গেলেন। যাঁরা গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রথম খণ্ড পড়ে ফেলেছেন, আপনারা 'প্রিভিউ' অংশটি এড়িয়ে গেলেন।

প্রিভিউ

রোহানের বয়স তখন সাত কি আট বছর। তখন তার সৎভাইয়েরা তাকে মেরে ফেলবার জন্য জঙ্গলে ফেলে এসেছিল। সেখান থেকে একটি পর্যটক দল তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। রোহানকে অ্যাডপ্ট করে নেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব খোন্দকার আমিনুর রেজা। আমিন সাহেবের স্ত্রীর নাম জলি।

রোহান আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। অপরূপ সৌন্দর্য আর অমায়িক আচরণের নির্যাসে তৈরি রোহান বেড়ে উঠতে থাকে মিসেস জলির আদরে-ভালোবাসায়। তিনি তাকে আপন সন্তানের মতো বড় করতে থাকেন। তাঁর নিজের কোনো সন্তান ছিল না।

মিসেস জলির বিশাল বাড়িতে রোহানসহ তারা তিনজন ছাড়া ১১ জন কাজের লোক আছে। আমিন সাহেবের দূর সম্পর্কের ভাই হাবিবুল বাশার স্বস্ত্রীক তাদের সঙ্গে থাকেন। বাশারের স্ত্রীর নাম তানজিনা। তাদের একমাত্র সন্তানের নাম সাকিন। সাকিনের বয়স ২১ দিন।

রোহানের বাবার নাম রায়হান চৌধুরী। মা সালেহা বেগম। রোহানের সহোদর আরেক ভাই আছে। ভাইয়ের নাম সোহান। সোহানের বয়স তিন বছর। রোহান ছিল বাবার সবচেয়ে আদরের। আর সেটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

রোহানের বয়স এখন ২৪ বছর। ১৭ বছর থেকে সে আছে মিসেস জলির বাড়িতে। রোহান সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে রাখা দরকার। সেটি হলো, তার নিজস্ব একটা জগৎ আছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। যে জগতের সাইন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর উপায় নাই। এটাকে ঠিক হেলুসিনেশনও বলা যায় না। কারণ, হেলুসিনেশনের সঙ্গে বাস্তব জগতের কোনো মিল থাকে না, অথচ রোহানের থাকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

রোহানের সঙ্গে তার বাবার দেখা হয়নি ১৭ বছর হলো। কিন্তু সে চাইলে সেই বিশেষ জগতে বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারে। কীভাবে পারে; এটা সে নিজেও জানে না। তার যখন বিশেষ কোনো কারণে বাবার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা হয়, তখন সে টের পায় তার খুব ঘুম পাচ্ছে। তারপর কী হয় সে আর জানে না। সে লক্ষ করে বাবা তার সামনে দাঁড়ানো। সে দিব্যি বাবার সঙ্গে কথা বলে।

না, সেটা স্বপ্নের জগৎও না। প্রথম প্রথম রোহান নিজেও সেটাকে স্বপ্ন ভেবেছিল। একদিন বাবা তাকে একটা ডিকশনারি দিয়ে গেলেন। তার তন্দ্রাভাব কেটে যাওয়ার পর সে লক্ষ করল টেবিলের উপর লাল মলাটের ডাউস সাইজের একটা বই রাখা। হাতে নিয়ে দেখল বইটির নাম *অক্সফোর্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিকশনারি*। স্বপ্ন হলে টেবিলের উপার ডিকশনারি আসে কীভাবে?

রোহানের বয়স এখন ২৪। এর মানে সে এখন পূর্ণ যুবক। মিসেস জলির চোখের সামনেই রোহান বড় হচ্ছিল। সে যত বড় হচ্ছিল জলির মানসিকতায়ও তত পরিবর্তন আসছিল। ছেলের মতো বড় করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোহানের প্রতি জলির ক্রাশ তৈরি হয়। তিনি সরাসরি সেটা রোহানকে বলতেও পারেন না। জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেন না।

আজ সকালবেলা জলির স্বামী খোন্দকার আমিনুর রেজা সাহেব তিনদিনের এক সরকারি সফরে দিল্লির উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই ঘটনাটি ঘটে। কেমন ছিল সেই ঘটনা; সেটি বুঝবার জন্য *সুখের মতো কান্না* প্রথম খণ্ডের শেষ অধ্যায়টি তুলে আনছি।

... মিসেস জলি তার বেডরুমটা আজ অন্যরকম করে সাজিয়েছেন। সম্ভবত খুব দামি কোনো এয়ার-ফ্রেশনার স্প্রে করেছেন। বেলিফুলের গন্ধের মতো মিষ্টি গন্ধে ভরে আছে রুমটি। একধরণের নেশা ধরানো গন্ধ। উলঙ্গ নারী-পুরুষের বিশেষ ভঙ্গিতে পোজ দেওয়া কুৎসিত পোট্রেট দিয়ে দেয়ালগুলো ভরে ফেলা হয়েছে। রোহান জলিকে একজন রুচিশীল মহিলা হিশেবেই জানে। দেয়ালের এই ছবিগুলোও আগে ছিল না। সম্ভবত আজই লাগানো হয়েছে।

ছবিগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখ নামিয়ে ফেলল রোহান। ব্যাপারটি লক্ষ করে মিষ্টি করে হাসলেন জলি। বললেন,